আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষণ বাংলাদেশ

IFI WATCH
BANGLADESH

বর্ষ ৫, সংখ্যা ১
ফেব্রুয়ারী ২০০৮

আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যসংস্থা সংক্রান্ত কার্যদল, বাংলাদেশ

বিদেশি সাহায্যের কার্যকারিতা: সংশ্লিষ্টদের ধারণা

সূচনা

বহুপাক্ষিক সাহায্য দাতা সংস্থা প্রদত্ত সাহায্য বাংলাদেশে কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখছে, সে বিষয়ে এই সাহায্য প্রাপ্তির সঙ্গে বিভিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলের ধারণা জানতে উন্নয়ন অন্বেষণ ২০০৭ সালের প্রথমভাগে দেশে একটি জরিপ চালায়। মূলত যুক্তরাজ্যভিত্তিক ওভারসিজ ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউটের (ওডিআই) সহায়তায় এই জরিপ পরিচালনা করা হয়। এতে প্রধান বা বড় বড় বহুপাক্ষিক সংস্থাগুলোর কার্যক্রম সম্পর্কে সাহায্য গ্রহণকারী দেশগুলোর নীতিনির্ধারক ও কর্মসূচি বাস্তবায়নকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাওয়ার পাশাপাশি কোন কোন সংস্থার আরও অতিরিক্ত সাহায্য দেওয়া/ছাড় করা উচিত বলে সাহায্যগ্রহণকারীরা মনে করে সেটিও জানতে চায় ওডিআই। তবে এই কাজটি ছিল যুক্তরাজ্যের ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টের (ডিএফআইডি) একটি প্রকল্পেরও অংশ যেখানে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ছয়টি দেশে একই ধরনের জরিপ পরিচালনা করা হয়। বাকী পাঁচটি দেশ হলো: ঘানা, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, তানজানিয়া ও জাম্বিয়া। এই ছয় দেশে সাতটি বহুপাক্ষিক দাতা সংস্থার বিষয়ে মনোভাব জানার চেষ্টা করা হয়েছে। সংস্থাগুলো হলো: আফ্রিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক; এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি); ইউরোপীয় কমিশন (ইসি); দ্যা গ্লোবাল ফান্ড ফর এইডস, টিবি এন্ড ম্যালেরিয়া (জিএফএটিএম); জাতিসংঘ শিশু ও শিক্ষা তহবিল (ইউনিসেফ); জাতিসংঘ উন্নয়ন তহবিল (ইউএনডিপি); এবং বিশ্বব্যাংক। প্রতিটি দেশে সংশ্লিষ্ট পাঁচটি পক্ষের কাছে নির্ধারিত প্রশ্নপত্র বিতরণ করে জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। এরা হলো: সরকারের মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, আমলা, ব্যবসায়ী নেতা ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি। যারা সাহায্য প্রদানকারী সংস্থার দৃষ্টিভঙ্গী ও অবস্থান, সাহায্য প্রদানের প্রক্রিয়া, সাহায্যের ব্যবহার এবং বিভিন্নখাতে প্রদত্ত সাহায্যের যথার্থতার বিষয়ে সম্যকভাবে অভিহিত তাদেরকেই এই জরিপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সরকারি পর্যায়ে সেইসব মন্ত্রী ও আমলাদের নেয়া হয়েছে যারা সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন সময়ে সাহায্য গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত থেকেছেন। ছয়টি দেশের নীতিনির্ধারক ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্টরা সাতটি দাতা সংস্থার দেওয়া সাহায্যের নানা ধরনের কার্যকারিতার মাত্রা সম্পর্কে তাদের মতামত ও উপলব্ধির কথা জানায়। স্থানীয় কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর বা সমন্বয়করা একটি নির্ধারিত প্রশ্নমালার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে পাঁচটি দলে ভাগ করে মতামত সংগ্রহ করে। প্রশ্নমালাটির ওপর ২৬১ জন উত্তর দেন। তবে তাঁদের কাছ থেকে প্রশ্নোত্তরের বাইরেও মোট দুই হাজার তিনশটি মন্তব্য আসে যা বেশ কিছু মূল্যবান পটভূমি ও বাড়তি কিছু বিষয় পর্যালোচনার পথ দেখায়।

২০০৫ সালে সাহায্যের পরিমাণ কমে যাওয়া সত্ত্বেও অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা (ওইসিডি/ডিএসি) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, সাহায্য প্রবাহ বেড়ে আগামি ২০১০ সাল নাগাদ ১৩ হাজার কোটি ডলারে উন্নীত হবে। বস্তুত দাতাগোষ্ঠী ও সাহায্য গ্রহণকারী সরকারগুলো ২০০৫ সাল থেকে সাহায্যের কার্যকারিতা তথা বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিরূপণের ওপর জোর দিয়ে আসছে। সাহায্যের কার্যকারিতা সংক্রান্ত প্যারিস ঘোষণার আলোকেই এই গবেষণা কাজটি করছে।

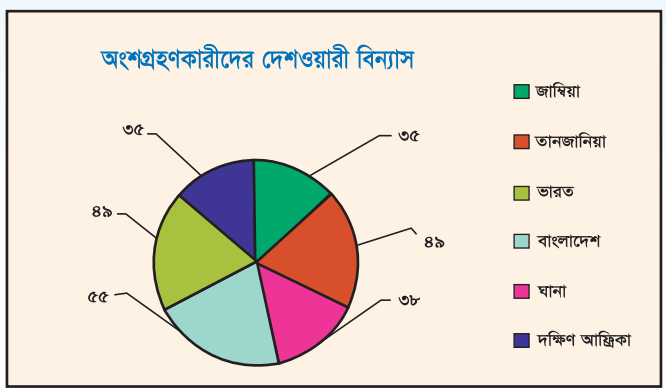

জরিপে উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্যারিস ঘোষণার পটভূমিতে তিনটি উপাদানের বিষয়ে বড় বড় বহুপাক্ষিক সংস্থাগুলোর কার্যক্রম সম্পর্কে মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাওয়া হয়। বিষয়গুলো হচ্ছে: (১) উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় দাতা গ্রহণকারী দেশের মালিকানা জোরদার; (২) বিভিন্ন দাতাসংস্থার সঙ্গে সমন্বয় রেখে চলা এবং (৩) সরকারের অগ্রাধিকার বিবেচনায় নিয়ে কাজ করা।

প্রকল্পটিতে এর নিজস্ব একটি কার্যকারিতার উন্নয়ন ঘটে। সে অনুযায়ী দুটি আলাদা প্রকল্প শুরু হয়। যা সাহায্য গ্রহণকারী দেশগুলোর সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে এক সঙ্গে নিয়ে আসে। এরমধ্যে কমনওয়েলথ সচিবালয় ও লা ফ্র্যাঙ্কোফনি যৌথভাবে একটি প্রকল্পের সমন্বয় করে। অন্য প্রকল্পটি সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করে ডেট ফিন্যান্স ইন্টারন্যাশনাল।

উত্তরদাতাদের এই দুটি প্রকল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড চিহ্নিত করতে বলা হয়। এরপর তাদেরকে বলা হয়, বহুপক্ষীয় সংস্থাগুলোর কার্যকারিতা সংক্রান্ত অন্যসব মানদণ্ডগুলো গুরুত্বের ক্রমানুসারে অবস্থান চিহ্নিত করতে। অতিরিক্ত বিদেশি সাহায্য প্রবাহ ছাড় করার বিষয়ে তাঁরা কোন কোন সংস্থাকে বেশি পছন্দ করেন সেটি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তুলে ধরতে বলা হয় উত্তরদাতাদের। দাতাদের কার্যকারিতা নির্দেশ করে এমন ১৫টি প্রশ্ন রাখা হয় উত্তরদাতাদের সামনে।

উন্নয়ন অন্বেষণ
Unnayan Onneshan
The Innovators
centre for research and action on development

সচিবালয়
উন্নয়ন অন্বেষণ - The Innovators
বাড়ি- ৪০/এ, সড়ক- ১০/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৯, বাংলাদেশ। ফোন: ৮৮০-২-৮১৫ ৮২৭৪
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮১৫ ৯১৩৫, ই-মেইল: info@unnayan.org; ওয়েব: www.unnayan.org

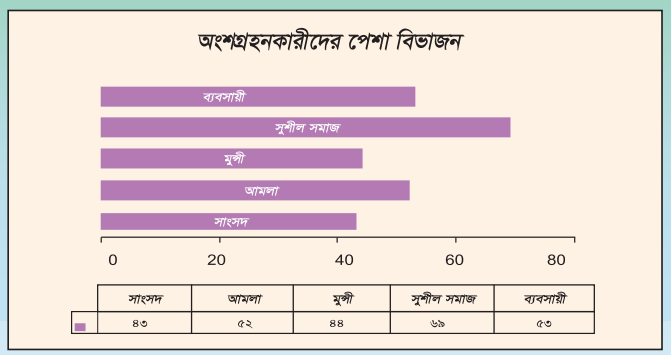

	সাংসদ	আমলা	মুন্সী	সুশীল সমাজ	ব্যবসায়ী
■	৪৩	৫২	৪৪	৬৯	৫৩

জরিপের সামগ্রিক ফলাফল

জরিপে দেখা যায়, কোন সংস্থার অতিরিক্ত বিদেশি সাহায্য গ্রহণ করা উচিত সেটি চিহ্নিত করার বিষয়টিকেই উত্তরদাতারা সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পাশাপাশি তারা তহবিল গ্রহণ করার মানদন্ডের চেয়ে নীতিমালা ও সাহায্য প্রদানের প্রক্রিয়ার ওপরই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। সাহায্যের নীতিমালা ও সাহায্য প্রদানের মানদন্ডকে 'খুবই গুরুত্বপূর্ণ' মনে করে এর পক্ষে মত দেন ৭০ শতাংশ উত্তরদাতা। তারা দাতাদের কার্যকারিতা সম্পর্কে অতিরিক্ত মানদন্ডের কথা বলেন। সবমিলিয়ে তারা প্যারিস ঘোষণার বিষয়ে দাতা সংস্থাগুলোর মধ্যে খুব কম পার্থক্য রয়েছে বলে মনে করেন। তবে উত্তরদাতাদের মতে ইউরোপীয় কমিশন ও বিশ্বব্যাংকসহ ব্যাংকগুলোর চেয়ে জাতিসংঘের অন্য দুটি সংস্থা ইউনিসেফ ও ইউএনডিপিই বেশি এগিয়ে রয়েছে। ইউরোপীয় কমিশনকে তিনটি বিষয়ে এবং আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাংক একটিতে এগিয়ে রাখেন উত্তরদাতারা। তাঁদের বিবেচনায় দি গ্লোবাল ফান্ড ফর এইডস, টিবি এন্ড ম্যালেরিয়া কোনো ক্ষেত্রেই সর্বাধিক পছন্দের নয়। উত্তরদাতাদের মতে, সার্বিকভাবে কার্যকারিতার প্রশ্নে দাতা সংস্থাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য তেমন পার্থক্য নেই। অর্থাৎ তাঁরা জরিপে নেওয়া সাতটি দাতা সংস্থাকেই কাছাকাছি মানের বা প্রায় সমানই মনে করে থাকেন।

ওডিআইর জরিপ-প্রশ্নমালার বাইরে মন্তব্য করতে গিয়ে উত্তরদাতারা একেকটি বিষয়ে একেকটি দাতা সংস্থার কার্যকারিতার ওপর জোর দেন। যেমন- স্বাস্থ্য খাতের কার্যক্রমের জন্য ইউনিসেফ ও গ্লোবাল ফান্ড ফর এইডস, টিবি এন্ড ম্যালেরিয়া; উৎপাদনমুখী খাত ও অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাংক, এডিবি, বিশ্বব্যাংক ও ইউরোপীয় কমিশন; এবং কারিগরি সহায়তার জন্য জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) পছন্দ করেন তাঁরা। বেশি পরিমাণে অর্থ ছাড়করণের সক্ষমতার প্রশ্নে ইউরোপীয় কমিশন আর ব্যাংকগুলোই তাঁদের কাছে সর্বাধিক পছন্দের। তবে এক্ষেত্রে জাতিসংঘ সংস্থাগুলোর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বলতে গেলে পুরোপুরিই নেতিবাচক।

কোন সংস্থার অতিরিক্ত সাহায্য ছাড় করা উচিত এমন প্রশ্নে উত্তরদাতারা সর্বপ্রথমে ইউএনডিপির নামই উল্লেখ করেন। তাঁদের মতে, বিশ্বব্যাংক ও ইউরোপীয় কমিশনের তুলনায় আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাংক ও এডিবির অতিরিক্ত অর্থায়ন করা উচিত। তাঁদের মতে, সাহায্যের অর্থ ছাড়করণের দুর্বলতার ওপর নির্ভর করে দাতাদের কার্যকারিতা।

সাহায্যের অর্থ ছাড়করণে সুশাসনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে করেন উত্তরদাতারা। এটি জোরদার করার ওপরও গুরত্ব দেন তাঁরা। সার্বিকভাবে কার্যকারিতার ১৫টি সূচকে আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাংক সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে বলে তাঁরা মনে করেন। তবে জরিপে আওতায় নেওয়া আফ্রিকার চারটি দেশের উত্তরদাতারা অতিরিক্ত সাহায্য ছাড়করণে বিশ্বব্যাংক ও ইউরোপীয় কমিশনের চেয়ে আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাংককেই এগিয়ে রাখেন।

সাহায্য গ্রহণকারী দেশের প্রেক্ষাপট ও পরিবেশ-পরিস্থিতি, দাতা সংস্থার কার্যক্রমের ধরন ও ইতিহাস এবং সংস্থার শীর্ষ কর্মকর্তাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

ওডিআইর বহুমুখী প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে, সাহায্য গ্রহণকারী দেশগুলোর সংশ্লিষ্টরা চান যে দাতারা তাদের মতামতের উপর গুরুত্ব আরোপ করুক।

প্রেক্ষিত: বাংলাদেশ

সাহায্য প্রবাহ

বাংলাদেশে ২০০৩ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত তিন বছরে গড়ে বাংলাদেশ উল্লেখিত ছয়টি সংস্থা থেকে (আফ্রিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য নয়) ১৩৮ কোটি ডলারে ঋণ ও অনুদান পেয়েছে বিদেশি উন্নয়ন সাহায্য (ওডিএ) হিসেবে। এর মধ্যে বহুপাক্ষিক সংস্থাগুলো থেকে এসেছে ৫৩%। বাকী দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার মাধ্যমে পাওয়া গেছে। আলোচ্য সময়কালে এই সাহায্য বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয়ের ২.৩% ছিল যা পরবর্তীতে আরো কমেছে। ছয়টি সংস্থার মধ্যে বিশ্বব্যাংক মোট সাহায্যের ৩০.৭% যোগান দিয়েছে। বিশ্বব্যাংকই বহুপাক্ষিক সংস্থাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাহায্য প্রদান করে থাকে। অন্যদিকে আলোচ্য সময়কালে ইসি যোগান দিয়েছে মোট সাহায্যের ৪.৬%। এশিয়ার মধ্যে বর্তমানে আফগানিস্তানের পর বাংলাদেশ ইসির সবচেয়ে বেশি সাহায্যপ্রাপ্ত দেশ। এছাড়া এডিবি ৩.৯%, ইউএনডিপি ১.২%, ইউনিসেফ ০.৮% ও জিএফএটিএম ০.৫% যোগান দিয়েছে।

মোট কোটি ডলারে	সাহায্যদাতা সংস্থা-সাহায্য অনুপাত	সাহায্য-জিএনআই অনুপাত
১৩৭.৬০	৫৩%	২.৩%

এডিবি	ইসি	জিএফএটিএম	ইএনডিপি	ইউএনিসেফ	বিশ্বব্যাংক
৫.৩৪	৬.২৯	০.৬২	১.৭১	১.১১	৪২.৩০

জরিপে উত্তরদাতাদের পরিচিত

বাংলাদেশে ২০০৭ সালের মার্চ-মে সময়কালে জরিপ পরিচালনা করা হয়। জরুরি অবস্থা জারি থাকা এবং দেশে কোনো নির্বাচিত জাতীয় সংসদ না থাকায় রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে মনোভাব জানা ছিল কঠিন কাজ। তারপরও সদ্য প্রাক্তন মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের কাছে প্রশ্নপত্র পাঠানো হয়। একইভাবে অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্টের কারণে চাকুরিরত শীর্ষ পর্যায়ের আমলারা কোনো কিছু বলতে অস্বীকার করেন। ফলে সাবেক ও অবসরপ্রাপ্ত আমলাদের (প্রধানত সচিব পর্যায়ে) কাছে প্রশ্নপত্র পাঠানো হয়। মোট ৫৫ জনের ওপর জরিপ পরিচালনা করা হয়।

ব্যবসায়ী	আমলা	সুশীল সমাজ	মন্ত্রী	সাংসদ	মোট
১০	১১	১৫	৯	১০	৫৫

বর্তমান কার্যকারিতা

বাংলাদেশে ২০০৩ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত তিন বছরে বাংলাদেশে ছয়টি সংস্থার মধ্যে বিশ্বব্যাংক মোট সাহায্যের ৩০.৭ শতাংশ যোগান দিয়েছে। তারপরও এসব সাহায্যের কার্যকারিতা তুলনামূলকভাবে অনেক কম বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। বরং এডিবিকে অনেক বেশি কার্যকর বলে মনে করা হয়েছে, যদিও এডিবির তুলনায় বিশ্বব্যাংকের সাহায্য প্রায় আটগুণ বেশি।

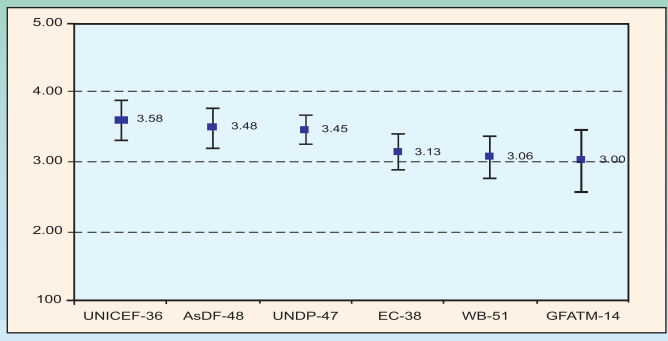

জরিপের ভিত্তিতে যে মান নির্ধারণ করা হয়েছে তাতে ইউনিসেফ পেয়েছে ৩.৫৮ যা সর্বোচ্চ। এরপর রয়েছে এডিবি (৩.৪৮), ইউএনডিপি (৩.৪৫), ইসি (৩.১৩), বিশ্বব্যাংক (৩.০৬) এবং জিএফএটিএম (৩)। বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ইউনিসেফ ও ইউএনডিপিকে অধিকতর কার্যকর বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। সার্বিকভাবে ছয়টি সংস্থার মধ্যে সাহায্যের কার্যকারিতা সবচেয়ে বেশি বলে প্রতীয়মান হয় ইউনিসিফের এবং এর পরপরই এডিবির।

প্যারিস ঘোষণায় সম্পৃক্ততা

প্যারিস ঘোষণার বিভিন্ন নীতির সঙ্গে প্রদত্ত সাহায্যের সম্পৃক্ততা চিহ্নিত করতে গিয়ে সংশ্লিষ্টরা মিশ্র অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন সরকারি মালিকানা নীতি পরিপালনে সবচেয়ে এগিয়ে আছে ইউএনডিপি। তবে সাহায্য সমন্বয়ে ইউনিসিফের অবস্থান প্রথম যেখানে ইউএনডিপি আছে ২য় স্থানে। মালিকানার ক্ষেত্রে এডিবি তৃতীয় অবস্থানে আছে। দুইটিতেই পঞ্চম অবস্থানে আছে বিশ্বব্যাংক। আর সর্বশেষ অবস্থানে ইসি।

ভবিষ্যৎ সাহায্য

জরিপ থেকে দেখা যায় যে সংশ্লিষ্টরা ভবিষ্যতে বিদেশি সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে এবং তা কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করছেন ইউএনডিপিকে। এরপর যথাক্রমে আছে এডিবি এবং ইসি। চতুর্থ ও ৫ম স্থানে এসেছে ইউনিসেফ ও বিশ্বব্যাংকের নাম।

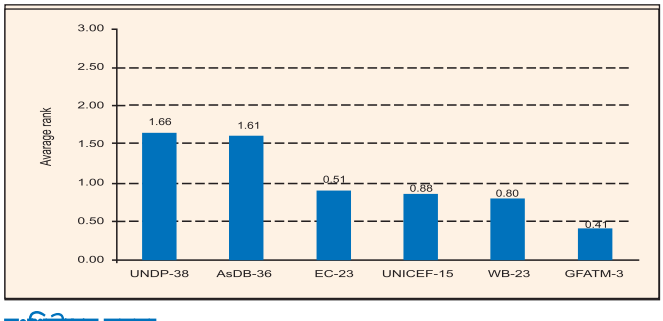

সংশ্লিষ্টদের মন্তব্য

- '....বিশ্বব্যাংক অনেক বেশি শর্ত আরোপ করে এবং প্রায়শই আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে..'(সরকারি কর্মকর্তা)
- 'ইউএনডিপি বিভিন্ন প্রকল্পে তেমন হস্তক্ষেপ করে না। সংস্থাটি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি যথেষ্ট সহায়ক।' (সরকারি কর্মকর্তা)
- 'ইউনিসেফ নিয়মিতভাবে শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নের বিষয়টি উৎসাহিত করছে এবং তহবিল যোগানের ব্যবস্থা করছে' (সুশীল সমাজ)
- 'এডিবির সাহায্য ছাড়ের প্রক্রিয়া তুলনামূলকভাবে সহজ যা সাহায্য গ্রহীতাদের অনুকূলে থাকে। এডিবি, বিশ্বব্যাংক ও ইউএনডিপির সাহায্য ছাড়ের বিষয়ে অন্যদের তুলনায় অভিজ্ঞতা বেশি।' (সাংসদ)
- 'আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এডিবি অনেক বেশি কার্যকর বলে আমার মনে হয়। অন্য সংস্থাগুলোর তুলনায় এটা অধিক নির্ভরযোগ্য।' (মন্ত্রী)

কার্যকারিতার ধারণার প্রভাবকসমূহ

বহুপাক্ষিক সংস্থাগুলোর সাহায্যের কার্যকারিতা সম্পর্কে ধারণা তৈরিতে বিভিন্ন বিষয় প্রভাব ফেলেছে। বাংলাদেশের অংশগ্রহণকারীরা কেন এডিবিকে পছন্দের তালিকায় সামনের দিকে রেখেছেন, তা পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। যে ১৫টি মানদণ্ডের ভিত্তিতে সামগ্রিক ধারণা নির্ণয় করা হয়েছে, সেই মানদণ্ডগুলোর ওপর করা অংশগ্রহণতকারীদের মূল্যায়ন এবং বিতরণে পছন্দের মধ্যে কোনো সহসম্পর্ক পাওয়া যায়নি। ইসিকে পছন্দের বিষয়টি ১৫টি মানদণ্ডের মধ্যে একটি-দ্রুত তহবিল ছাড়করণের সঙ্গে সম্পর্কিত। বিশ্বব্যাংকের ক্ষেত্রে ১৫টির মধ্যে সাতটি মানদণ্ডের সঙ্গে সাহায্য ছাড়ের সম্পর্ক রয়েছে। ইউএনডিপির ক্ষেত্রে চারটি মানদণ্ড কার্যকর যেখানে ইউনিসেফের ক্ষেত্রে রয়েছে দুইটি।

কার্যকারিতার মানদণ্ডসমূহ

তহবিল বিষয়ক:
দ্রুত তহবিল ছাড়করণ
তহবিল প্রদানে নমনীয়তা
দীর্ঘ মেয়াদী প্রতিশ্রুতি
স্বল্প শর্ত শর্তহীন সাহায্য
উচ্চহারে সহজ তহবিল
ধারণাযোগ্য তহবিল প্রদান

নীতি ও প্রক্রিয়া বিষয়ক:

সংশ্লিষ্টদের কাজে অংশ নিতে সহায়তাকরণ
সাহায্য প্রদান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা
ব্যয়-সাশ্রয়ী
গঠনমূলক নীতি সংলাপ
কার্যকর তদারকী ও মূল্যায়ন
সরকারি উন্নয়ন অগ্রাধিকারের প্রকল্প ও কর্মসূচি
অন্যান্য দাতাদের সঙ্গে সুষমতা
সরকারি ক্রয় নীতি অনুসরণ

নীতি-নির্ধারণে দাতা সংস্থার হস্তক্ষেপ বন্ধ করার তাগিদ

প্রতিবেদনাকারে প্রকাশের পর উন্নয়ন অন্বেষণ গত জানুয়ারিতে ঢাকায় সিরডাপ মিলনায়তনে এক সেমিনারের আয়োজন করে যেখানে আলোচকরা সাহায্যের সদ্ব্যবহারে সাহায্যগ্রহীতা দেশগুলোর নীতি-নির্ধারণী কার্যক্রমে দাতাদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এতে সার-সংক্ষেপ হিসেবে যা বেড়িয়ে আসে তা হলো: 'সবচেয়ে বেশি পরিমাণে সাহায্য প্রদান করলেও বিশ্বব্যাংকের সাহায্যের কার্যকারিতা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ অন্যান্য সংস্থা থেকে অনেক কম। বরং বিদেশি সাহায্যের কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত সংস্থাগুলো ভবিষ্যতে অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবে।'

সেমিনারে নির্ধারিত আলোচক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আবু আহমেদ বলেন, 'দাতা সংস্থাগুলো কখনোই পুজিঁবাজারে শেয়ার ছেড়ে বেসরকারিকরণ ও তহবিল সংগ্রহের পরামর্শ দেয় না। বরং তারা একই বিষয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার অযৌক্তিক গবেষণা করে যার জন্য তাদের পরামর্শকরা প্রচুর অর্থ নিয়ে যায়।'

তিনি বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের পরামর্শে পরিচালিত রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সংস্কার কার্যক্রমের তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে গত চার বছর ধরে রূপালী ব্যাংক বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া এখন তামাশায় পরিণত হয়েছে। অগ্রণী ব্যাংকে প্রাইস ওয়াটারহাউজ কুপারস পরামর্শক হিসেবে কাজ করে প্রচুর অর্থ নিয়েছে। অথচ ব্যাংকটির তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি।

আলোচনায় অংশ নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এম হাফিজউদ্দিন খান বলেন, 'বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থার পরামর্শক হিসেবে যারা আসে, তারা বেশিরভাগই কার্যত অজ্ঞ।'

ঢাকা চেম্বারের সাবেক পরিচালক শহীদুল হক বলেন, যে দাতাগোষ্ঠী উন্নয়ন বিষয়ে কথাবার্তা বলতে পারে। কিন্তু তারা দেশে রাজনীতিসহ অভ্যন্তরীণ বিষয়েও কথা-বার্তা বলছে যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।
সেমিনারে বিশেষ অতিথি বাংলাদেশে উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) মহাপরিচালক ড. কাজী সাহাবউদ্দিন বলেন, 'বিদেশি সাহায্য বাংলাদেশে মিশ্র সাফল্য বয়ে এনেছে। এক্ষেত্রে সরকার ও দাতাগোষ্ঠী উভয়েরই সমান দায় রয়েছে। সাহায্যের বিষয়ে দাতাদের পদ্ধতিগত সমস্যা রয়েছে। আর তাই সাহায্যকে কার্যকর করতে হলে সাহায্য প্রদান প্রক্রিয়া শিথিল করতে হবে, সাহায্য গ্রহীতা দেশদেরকে নীতি নির্ধারনে অধিক স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, বাংলাদেশ প্রধানত বিশ্বব্যাংক, এডিবি, আইডিবি থেকে সহজ শর্তের ঋণ নিয়ে থাকে। এবং খুব সময়ই কঠিন শর্তে ঋণ গ্রহণ করে থাকে।
তিনি বলেন যে সাহায্য গ্রহণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ণয়ে পিআরএসপি থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে তা অনসৃত হয়নি। বাংলাদেশের ক্ষমতার কাঠামো এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন যে সংসদ সদস্য, আমলা, ব্যবসায়ী, নাগরিক সমাজ প্রত্যেকেই এক্ষেত্রে প্রভাব রাখার সামর্থ রয়েছে।
সভাপতির ভাষণে সোহেল আহমেদ চৌধুরী নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন যে একবার বন্যাত্তোর পুনর্বাসনে জরুরি সাহায্য প্রদানে এডিবি তাদের আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সংক্ষেপ করে দ্রুত অর্থ ছাড়ের উদ্যোগ নেয়। কিন্তু একই সময় বিশ্বব্যাংক ব্যস্ত ছিল তাদের আমলাতান্ত্রিক নিয়মকানুন অনুসরণ করায়।
সেমিনার পরিচালনা করেন উন্নয়ন অন্বেষণের চেয়ারম্যান রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর। স্বাগত ভাষণ রাখেন সংস্থাটির সদস্য সচিব এম নজরুল ইসলাম এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জাকির হোসেন।

এরপরে কী?

বহুপক্ষীয় দাতাদের কার্যকারিতা সম্পর্কে সাহায্য গ্রহণকারী দেশগুলোর সংশ্লিষ্টদের যে ধারণা রয়েছে তা আমলে নিতে হবে। জরিপ ফলাফলে দেখা যায়, দাতা দেশগুলোর সরকার এবং সাহায্য নেওয়া দেশগুলোর সংশ্লিষ্টদের মধ্যে দাতাদের কার্যকারিতা নিরূপণের বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে। দ্বি-পক্ষীয় দাতারা ফলাফল ও কাজের পরিমাণের ওপর জোর দেয় সেখানে সাহায্য গ্রহণকারী দেশগুলোর সংশ্লিষ্টরা উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মসূচির মালিকানা ও সুশাসনকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। অর্থাৎ সাহায্যের কার্যকারিতার ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মালিকানা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
সার্বিকভাবে দাতাদের সাহায্যের কার্যকারিতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সাহায্য গ্রহণকারী দেশগুলোর স্টেকহোল্ডারদের মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গি যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সেটি অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে। সাহায্যের কার্যকারিতা নিরূপণে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একটি কৌশলের ওপর জোর দেওয়াটা যথেষ্ট নয়। বরং জরিপের ফলাফল অনুযায়ী দাতাদের সাহায্যের কার্যকারিতার মাত্রা নির্ণয় করতে নানা উপায় বা কৌশলের ওপর জোর দেওয়াই উত্তম যাতে এ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ চিত্র বা মতামত ওঠে আসে।
জরিপে ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনার কৌশল, সাংগঠনিক প্রক্রিয়া নির্ণয় এবং সংশ্লিষ্ট সকল পরে অভিমত সংগ্রহের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় দাতাদের অর্থায়ন ও জড়িত হওয়ার বিষয়ে বিভিন্ন দাতা সংস্থা এবং সাহায্য গ্রহণকারী দেশের সরকারসহ মূল স্টেকহোল্ডারদের সকলকেই তথ্যপ্রমাণ সাপেক্ষে বিষয়টি বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে।
বহুপক্ষীয় দাতা সংস্থাগুলো সম্পর্কে সাহায্য গ্রহণকারী দেশগুলোর মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি কী তা দাতাদেরকে মূল্যায়ন করতে হবে। জরিপের ১৫টি সূচক বা মানদণ্ডে উত্তরদাতারা আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাংক সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করলেও সাহায্য ছাড়করণের প্রশ্নে এই সংস্থাকেই তারা পছন্দ করে বলে জানায়। কিন্তু আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাংক কার্যকারিতার দিক থেকে পিছিয়ে থাকার কারণে নিকট ভবিষ্যতে এই সংস্থাটির মাধ্যমে সাহায্য প্রবাহ বাড়ানোর বিষয়টিকে দাতারা খুব একটা সহজ কাজ বলে মনে করছে না। সেজন্য এই সংস্থার সক্ষমতা ও কার্যকারিতার মানদণ্ড বাড়াতে দ্বিপক্ষীয় দাতাদের সহায়তা দিতে হবে।
সাহায্যের কার্যকারিতা সম্পর্কে সাহায্য গ্রহণকারী দেশগুলোর সংশ্লিষ্টরা যে দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন, সেটিকে যদি বহুপীয় দাতারা আমলে নেয় বা গুরুত্ব দেয় তাহলে তাদেরকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মালিকানা ও সুশাসন বিষয়ে অধিকতর মনোযোগ দিতে হবে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মালিকানার ইস্যুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ যেই দেশে উন্নয়নের প্রক্রিয়া শুরু হবে তাতে তাদের মালিকানার ওপর জোর দিতে হবে। সেই সঙ্গে বহুপীয় দাতাদের কার্যক্রম সম্পর্কে সাহায্য গ্রহণকারী দেশের সরকারি এবং বেসরকারি নির্বিশেষে স্টেকহোল্ডারদের মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গিও দিন দিন আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষণ *IFI Watch*, উন্নয়ন অন্বেষণ - দি ইনোভেটরস্ এর *Economic Analysis Wing* কর্তৃক প্রস্তুতকৃত। মূল তত্ত্বাবধায়ক: রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর। ইকবাল আহমেদ প্রণীত *Stakeholders Perceptions of Multilateral Effectiveness in Bangladesh* অবলম্বনে বর্তমান সংখ্যাটি (বাংলায়) প্রস্তুত করেছেন আসজাদুল কিবরিয়া। সংখ্যাটি নিজেরা করি ও উন্নয়ন অন্বেষণের যৌথ কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রকাশিত ।

আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষণের ইংরেজি সংস্করণ পাওয়া যাবে; *www.unnayan.org*। বেশিরভাগ প্রতিবেদনই ডাউনলোডযোগ্য।

নিজেরা করি
Nijera kori

The Nijera Kori is a continuous and diverse movement focusing on social mobilisation and ensuring accountable democratic structures, targeting the most marginalised groups through the development of autonomous landless organisations with an emphasis on gender equity.

উন্নয়ন অন্বেষণ
Unnayan Onneshan
The Innovators
centre for research and action on development

The Unnayan Onneshan-The Innovators, an independent not-for-profit registered trust, aims to contribute to innovation in development through research, advocacy, solidarity and action. The alternative public policy watchdog was established in 2003 by a group of university faculties and development professionals across Bangladesh to contribute to the search for solutions to endemic poverty, injustice, gender inequality and environmental degradation at the local, national and global levels. The philosophy and models of the centre for research and action focus on pluralistic, participatory and sustainable development and seek to challenge the narrow theoretical and policy approaches derived from unitary models of development.